গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বা:অধি:/মপ/সমন্বয়/কোভিড-১৯/২০২০/১(১০) ১১ মার্চ ২০২০

প্রতি-

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ বিষয়ক জেলা ও উপজেলা কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (সকল), সম্মানিত মেয়র (সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা, সকল), চেয়ারম্যান (ইউনিয়ন পরিষদ, সকল)

বিষয়ঃ নোভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দমনে করণীয় সম্পর্কে জাতীয় কমিটির সভাপতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি-র অনুরোধ প্রসঙ্গে-

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বজুড়ে নোভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) আশংকাজনক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা COVID-19 ভাইরাস সংক্রমণকে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে সংক্রমিত ৩ জন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়েছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দমনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় জাতীয় কমিটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সফলভাবে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পাদন ও বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের একান্তভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিগুলোতে মূল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- বিভিন্ন ধরণের জনসমাবেশ, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নিরুৎসাহিত করা। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না থাকার পরামর্শ দিতে হবে।
- গণপরিবহণে ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- জনসাধারণকে এই মর্মে অনুরোধ করতে হবে, যেন তাদের বিদেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্য বা আত্নীয়স্বজনকে আপাতত: বাংলাদেশে আসতে নিষেধ করেন। তারা যেন কোন বিলম্ব না করে এখনই ফোন করে তাদের জানিয়ে দেন সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হয়েছে এবং ভ্রমণ পথে ব্যবহৃত উড়োজাহাজ ও বিমানবন্দরগুলো কোনটাই করোনার বিষয়ে নিরাপদ নয়। বরং তারা যে দেশে থাকেন সে দেশের কর্তৃপক্ষের পরামর্শগুলো যথাযথভাবে মেনে চললেই নিরাপদে থাকবেন।
- যদি সম্প্রতি কেউ বিদেশ থেকে ফিরে এসে থাকেন, তবে ১৪ দিন পর্যন্ত তার বা তাদের নিজ গৃহে সেলফ-কোয়ারেন্টাইনে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেলফ কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় পরিবারের সদস্য ও অন্যদেরও তার/তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। ব্যবহার্য্য বাসন-কোষন অন্য কাউকে যেন সংক্রমিত না করে তা নিশ্চিত করে জীবানুমুক্ত করতে হবে। পারলে ওয়ান-টাইম ব্যবহার্য্য পাত্রে খাবার পরিবেশন করতে হবে। তার/তাদের ব্যবহৃত টয়লেট, মুখ ধোয়ার বেসিন, গোসলখানা ইত্যাদি ব্যবহারের পরপরই জীবানুমুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তাদের ১৬২৬৩; আইইডিসিআর-এর হটলাইন বা ৩৩৩ নম্বরে ফোন করার পরামর্শ দিতে হবে। কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় লক্ষণ দেখা দিলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা আইইডিসিআর-এর হটলাইনে যোগাযোগ করার পরামশ দিতে হবে।
- সার্বিক বিবেচনায় কোন ব্যক্তির দেহে করোনা ভাইরাসের জীবানু থাকতে পারে এরূপ সন্দেহ হলে তাকেও সেলফ-কোয়ারেন্টাইনের থাকার পরামর্শ দিতে হবে এবং কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত পরামর্শগুলো দিতে হবে।
- অনেকজন এ সাথে থাকতে পারেন এ ধরণের গণ-কোয়ারেনন্টাইন কেন্দ্র স্থাপন এবং সেগুলো যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে অস্থায়ী করোনা ভাইরাস হাসপাতাল স্থাপন এবং সেগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।
- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব বাড়িতে সেলফ-কোয়ারেন্টাইন অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- দেশে অবস্থারত বাংলাদেশী নাগরিকদেরও বিদেশ ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। তেমনি বিদেশী নাগরিকদেরও বাংলাদেশ ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করতে হবে।

- চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারীপ্রদানকারিগণ যেন হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অধিকতর মনোযোগ দিতে পারেন সেজন্য কোয়ারেন্টাইন, সেলফ কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন ইউনিট বা হাসপাতালের নিরাপত্তা, সন্দেহজনক বা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সামাজিক সম্মান রক্ষা; কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থাপনা; সামাজিক সচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কাজগুলো অন্যদের মাধ্যমে সম্পাদন করাতে হবে।
- যারা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তির সেবা কাজে অংশগ্রহণ করবেন তাদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পারসোনাল প্রটেকশন সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত পারসোনাল প্রটেকশন উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের আতংক দূর করতে হবে। একত্রে কথা বলা বা কাজ করার সময় পরস্পর থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিতে হবে। হাত ধোয়ার অভ্যাস বৃদ্ধি এবং হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে। করমর্দন নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- মাইকিং, ব্যানার, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেবল টিভি, স্থানীয় পত্রিকা, ঢোল সহরত, লিফলেট, পোস্টার, সমাজসেবী ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পরামর্শগলো পৌঁছাতে হবে এবং সকল মানুষের সঠিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচলক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
(মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ
মালেক, এমপি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সম্মানিত মেয়র, সিটি করপোরেশন (সকল);

২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ বিষয়ক জেলা ও উপজেলা কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (সকল);

৩। সম্মনিত মেয়র, পৌরসভা (সকল);

৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) (সকল)

৫। সিভিল সার্জন (সকল) – স্থানীয় পর্যায়ে সিটি করপোরেশন / পৌর সভার মেয়র ও জেলা প্রশাসকের কাছে এই পত্রটির অনুলিপি প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা – স্থানীয় পর্যায়ে পৌর সভার মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের কাছে এই পত্রটির অনুলিপি প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাপকম;

৮। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাপকম;

৯। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সমন্বিত কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২;

১০। অফিস নথি।